আল্লাহর পরিচয়

ও মানুষের পরিচয়

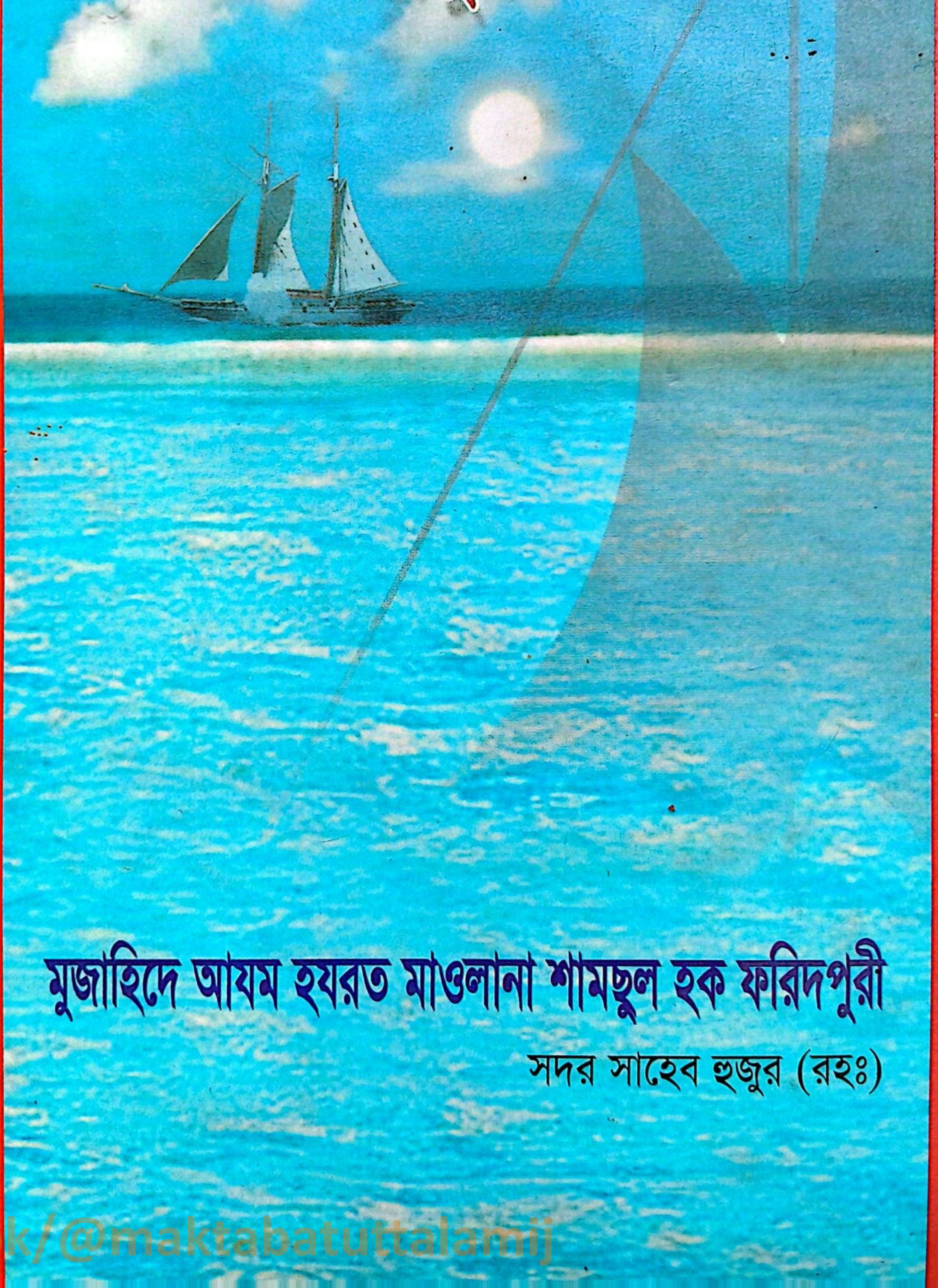

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী

সদর সাহেব হুজুর (রহঃ)

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশনায় ঃ
আল-আশরাফ প্রকাশনী
৫০,বাংলাবাজার

প্রকাশক ঃ
মাওলানা রুহুল আমীন

© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পঞ্চম সংস্করণ ঃ
সেপ্টেম্বর ২০০৩

কম্পিউটার কম্পোজ
আল-আশরাফ কম্পিউটার্স
গেণ্ডারিয়া ঢাকা-১২০৪
ফোন ঃ ৭৪১২৯৩৬

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র

Allahar Parichay O Manuser Parichay : By Allama Shamsul Haque Faridpuri (Rh.) Published By Mowlana Ruhul Amin Al-Ashraf Prakashani. Date of Publication September 2003.

PRICE : TAKA FOURTY ONLY

facebook/@maktabatuttalamij

"তুমি দুনিয়ার সব কিছু পাইয়াছ,
কিন্তু আল্লাহকে পাও নাই, তবে
তুমি কিছুই পাও নাই"।

"তোমরা যদি আল্লাহ্‌র দ্বীনের,
সাহায্য কর তবে আল্লাহ্‌ও,
তোমাদের সাহায্য করিবেন"।

আমার একটা পুত্র সন্তান জন্ম নিলে
যেরূপ খুশী হই-তার চেয়েও বেশী খুশী হই
আমার একটা লেখা ছাপা হইলে।

—আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

মুজাহিদে আযম সমাজ সংস্কারক আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর লেখা কিছু বই নতুন আঙ্গিকে ও নতুন সংস্করণে পুনরায় প্রকাশ করতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো-কোটি শোকর।

এই মহামনীষীর জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসলগুলো নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করার কাজে যারা আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন তাদের সবার নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

কাজের ভিতরে ভুল-ত্রুটি থাকবেই। তাই অন্যত্র সমালোচনা না করে সরাসরি ভুলত্রুটিগুলো জানিয়ে বইটির সংস্করণে ও সংশোধনে সহযোগিতা করলে আন্তরিকতার সাথে গৃহীত হবে ইনশাআল্লাহ্।

এই মহামূল্যবান বইটি পাঠকের জীবনে সামান্যতম উপকার হলেও লেখকের লেখা সার্থক হবে।

প্রকাশক

মাওলানা রুহুল আমীন

facebook/@maktabatuttalamij

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

আল্লাহ্‌র পরিচয়

- ❖ আল্লাহ্‌র পরচিয় ও গুণগান ৯
- ❖ মানুষ সৃষ্টির তথ্য ও তত্ত্ব ১৪
- ❖ আল্লাহ্‌র পরিচয় ১৫
- ❖ আয়াতুল কুরছি ১৬
- ❖ আল্লাহ্‌র বাণী-কুরআনের পরিচয় ২১
- ❖ কবর পূজা ২৩
- ❖ রাসূলের পরিচয় ২৯
- ❖ মানুষের পরিচয় ৩৮
- ❖ মুমিনের পরিচয় ৩৯

মানুষের পরিচয়

- ❖ মানুষের পরিচয় ৪৬
- ❖ নারীর গুরুত্ব ৪৯
- ❖ স্ত্রীদের অধিকার ৫০
- ❖ নারীর প্রধান দায়িত্ব ৫২

facebook/@maktabatuttalamij

আরো কিছু সংখ্যক কেতবাড়ি বলদ অর্থাৎ ভুলাভালা কর্মী সংগ্রহ কর, পাহাড় টলিবে তো তাঁহারা টলিবে না। আমি কিছু শিক্ষা দিয়া যাইব। ইনশাআল্লাহ্। সেই শিক্ষায় কওম ও মিল্লাতের সঠিক দিক-নির্দেশনা হইবে। বেশী বড় আলিম ও ডিগ্রীধারীদের দ্বারা কাজ করান যায় না। নিজের রায় ফানা করিতে পারে না। কানয, হেদায়া পর্যন্ত পড়া কিছু আলিম এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট কতিপয় যুবক ধরিয়া আন। আমার লেখা বইগুলির ব্যাপক প্রচার কর।

—মালফুযাতে হযরত ফরিদপুরী (রহ.)

facebook/@maktabatuttalamij

আল্লাহ্‌র পরিচয়

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

facebook/@maktabatuttalamij

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

- ❖ আদর্শ মুসলিম পরিবার
- ❖ তাছাওউফ তত্ত্ব
- ❖ জীবন পাথেয়
- ❖ শত্রু থেকে হুঁশিয়ার
- ❖ জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত
- ❖ চরিত্র গঠন
- ❖ ভুল সংশোধন
- ❖ আল্লাহ্‌র পরিচয় ও মানুষের পরিচয়
- ❖ মা-বাপ ও সন্তানের হক
- ❖ মসজিদ ও জীবন্ত মসজিদ
- ❖ হজ্জের মাসায়েল
- ❖ আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর জীবনী
- ❖ হক্কানী তাফছীর (আলিফ-লাম-মীম পারা)
- ❖ হক্কানী তাফছীর (আমপারা)

facebook/@maktabatuttalamij

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্‌র পরিচয়

আল্লাহ্‌র পরিচয় ও গুণগান

আল্লাহ্‌র পরিচয় (معرفت) হাসিল করা মানুষের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য।

১। سُبْحَانَ اللّٰهِ – আল্লাহ্ বে-আয়েব। দোষ-কলঙ্ক, কালিমার নাম, লেশ, গন্ধও আল্লাহ্‌র মধ্যে নেই।

২। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আল্লাহ্ সর্বৈব ভাল, সর্ব গুণাকার আল্লাহ্। মন্দের নাম, গন্ধও নাই আল্লাহ্‌র মধ্যে।

৩। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। মানুষের উপাসনা, আরাধনা ও বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত আর কেউ নাই, আছে এক আল্লাহ্, এতে আল্লাহ্‌র আদৌ কোন শরীক নাই। যদি কেউ এই কাজে অন্য কাউকে শরীক করে, তবে সে পাপ এমন পাপ যে, সে পাপ কিছুতেই মাফ হইবে না।

৪। اَللّٰهُ اَكْبَرُ – সবচেয়ে বড় আল্লাহ্। যত বড়ই প্রশংসা বা কল্পনা করিতে পারি না কেন আল্লাহকে আমরা, তার চেয়েও বড় আল্লাহ্। যত বড়ই পবিত্র, যত বড়ই ক্ষমতাশালী, যত বড়ই গুণবান, মহান মনে করি না কেন আল্লাহকে আমরা, তার চেয়েও বড় আল্লাহ্।

আল্লাহ্ সসীম না, আল্লাহ্ অসীম। আল্লাহ্ নিরাকার, নিরঞ্জন, অনাদী, অনন্ত।

facebook/@maktabatuttalamij

৫। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ – আল্লাহ্ এক ও একক "একেশ্বর দ্বিতীয় নাস্তি" আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের মধ্যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে, গুণাবলীর মধ্যে, কার্যাবলীর মধ্যে কেউই শরীক বা অংশ বা অংশীদার নাই, লা-শরীক আল্লাহ্।

৬। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ – যার যা কিছু শক্তি বা ক্ষমতা আছে সেসব শক্তি আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তি, কারুর নিজস্ব শক্তি নয়। অতএব সকলেরই উচিত বিপদের থেকে উদ্ধারের জন্য বা সম্পদ বা শক্তি পাওয়ার জন্য এক আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য ভিক্ষা চাওয়া, তাছাড়া অন্য কারুর নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হওয়া উচিত নয়।

৭। إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ – আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। সবকিছু করিতে পারেন আল্লাহ্।

৮। إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ – আল্লাহ্ সবকিছু জানেন। আমাদের দোষ, খাতা-কছুর, শয়তানী, জুলুম, অত্যাচার, ব্যভিচার, বিলাসিতা সবকিছু জানেন আল্লাহ্। কিন্তু—

৯। إِنَّ اللّٰهَ حَلِيْمٌ غَفُوْرٌ – আল্লাহ্ অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যখন তখন শাস্তি দেন না, সময় দেন, দেখি বান্দা তাওবা করে নাকি, ক্ষমা চায় নাকি। তাছাড়া এই দুনিয়াকে—যমীন-আসমানকে সৃষ্টি করিয়া, যমীনের সবকিছু পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পবর্ত, নদী-নালা, গাছ-পালা সবকিছু সৃষ্টি করিয়া, আসমানের সবকিছু চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মানব-দানব, দৈত্য-দেবতা সবকিছু সৃষ্টি করিয়া যখন ইহার জন্য দরবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন جَبَّارٌ তখন জাব্বার বা قَهَّارٌ ক্বাহহার বা عَزِيْزٌ আজিজ বা قَدِيْرٌ ক্বাদির নাম ধারণ করেন নাই, তখন নাম ধারণ করিয়াছে—

১০। اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى – দয়াময়, দয়ার সাগর নাম ধারণ করিয়া তিনি পরিচালনভার স্বয়ং নিজে গ্রহণ করিয়াছেন অন্য কারুর

facebook/@maktabatuttalamij

নিকট সোপর্দ করেন নাই। এই জন্যই দেখা যায় যারা আল্লাহকে মানে না বরং আল্লাহকে অস্বীকার করে বা গালি দেয় তাদেরও আল্লাহ্ রিযিক দান করেন, তাদেরও আহার বন্ধ করেন না। যাহারা চোখের দ্বারা পাপ করে, হাতের দ্বারা জুলুম করে, গুপ্ত অঙ্গের দ্বারা ব্যভিচার করে, হাতের কলমের, মস্তকের বুদ্ধির জোরে গরীব শোষণ করে, চুরি করে, অতিরিক্ত ট্যাক্স বসায়, সুদ খায়, ঘুষ খায় তাদেরও এইসব শক্তি যখন আল্লাহ্ ছিনাইয়া নেন না; অবশ্য এই দুনিয়ার পর। এ দুনিয়া কর্মক্ষেত্র, পরীক্ষার হল। এ দুনিয়ার পর যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইবার জন্য, কর্মফলের জন্য আখেরাত আসিবে, বিচারালয় বসিবে, আল্লাহ্ স্বয়ং বিচারক হইয়া বিচার করিবেন—তখন নাম ধারণ করিবেন—

اَلْعَدْلُ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اَلْقَهَّارُ -

সর্বক্ষম ক্ষমতাশালী, বিচার দিবসের মালিক ও বাদশাহ্, কিন্তু ন্যায় বিচারক বাদশাহ্, জালেম বাদশাহ্ নয়।

তখন অত্যাচারী, ব্যভিচারী পাপাচারীদের জন্য اَلْقَهَّارُ নাম ধারণ করিবেন। নবীদের জন্য, ওলীদের জন্য, নবীর উপর যাহারা ঈমান আনিয়া নবীর তাবেদারী করিয়াছে, ক্ষণস্থায়ী জীবনের ঈমানদারীর জীবনযাপন করিয়াছে তাদের জন্য তখনও اَلرَّحِيْمُ নাম ধারণ করিবেন, অত্যন্ত দয়ালু এবং তাহাদিগকে চিরস্থায়ী অফুরন্ত সুখ-শান্তি ও নেয়ামত-রাশি দান করিবেন। পাপীদের কাউকে কাউকে কোন অছিলায় ক্ষমা করিয়া দিবেন, কাউকে কাউকে পাপের পরিমাণ শাস্তি দিয়া বেহেশত দান করিবেন কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই স্বীকার করে নাই, নবীর নবীত্বই স্বীকার করে নাই, তাদেরে ক্ষমা করিবেন না এবং যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন বস্তুকে, ব্যক্তিকে বা শক্তিকে শরীক করিয়াছে তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। তাহাদিগকে দোযখের আগুনের শাস্তিতে

facebook/@maktabatuttalamij

চিরকাল প্রজ্জ্বলিত হইতে ও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই অর্থেই বলা হইয়াছে তখন তিনি কাফের ও যালিমদের জন্য নাম ধারণ করিবেন اَلْقَهَّارُ। কিন্তু তখন অবিচার ও অত্যাচার বা জুলুম করিবেন না তখনও ন্যায়বিচার করিবেন।

তিনি আকৃতি, প্রকৃতি, নেচার, উপায়-উপকরণ মাদ্দা, হাই উলা, ছুরত, আত্মাসমূহ ও দেবতা, ফেরেশতা সকলেরই সৃষ্টিকর্তা ইহার মধ্যে অসৃষ্ট কেউই নয়। নেচার বা প্রকৃতিকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন। নেচারের ঊর্ধ্বে কোটি কোটি ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়াছেন। ফেরেশতা আলোর দ্বারা সৃষ্টি। ফেরেশতার নিম্নে জীন সৃষ্টি করিয়াছেন তারা আমাদের অদৃশ্য, যেমন ফেরেশতারাও অদৃশ্য। নেচার অর্থাৎ প্রকৃতির শক্তিও অসীম। কিন্তু ফেরেশতার শক্তি এবং গতি তার চেয়েও বেশী। এতদসত্ত্বেও প্রকৃতিও মানুষের খাদেম; ফেরেশতাও মানুষের খাদেম। মানুষের পূজনীয় কেউই নয়। মানুষ এদের কাহারও নিকট আরাধনা করিবে না বা কিছু চাহিবে না, মানুষ এদের সকলের ঊর্ধ্বে।

এক একজন মানুষের হেফাজতের জন্য ১৬০ (একশত ষাট জন) ফেরেশতা মোতায়েন আছে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রও মানুষের খাদেম। আবার তাদের হেফাযতের জন্য, পরিচালনের জন্যও কোটি কোটি ফেরেশতা মোতায়েন আছে। এরা কেউই মানুষের পূজনীয় বা উপাস্য নয়। মানুষের উপাস্য বা পূজনীয় বা মাবুদ এক আল্লাহ্, তাছাড়া অন্য কেউই নয়। এক একজন ফেরেশতার এত ক্ষমতা আছে যে, এক আঙ্গুলের দ্বারা একটি দেশকে শূন্যে উঠাইয়া নিয়া আছাড় দিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে, সূর্যকে ঘুরাইতে পারে, সূর্যের উত্তাপের দ্বারা সমুদ্রের পানি তুলিয়া মেঘকে পরিচালিত করিয়া ভীষণ ঝঞ্ঝাবায়ু পরিচালিত করিয়া দেশকে ধ্বংসও করিয়া দিতে পারে বা দেশে ভালছে ভাল শস্য-ফসলও উৎপন্ন করিতে পারে, এ সবই তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ

facebook/@maktabatuttalamij

অনুসারে করে। আল্লাহ্‌র আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম তারা করে না। তাদের এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ দাস, আল্লাহ্‌র আদেশে তারা মানুষের সেবক—সে জন্যই তারা পূজার যোগ্য নয়। পূজার যোগ্য তাদের সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ্, তাছাড়া অন্য কেউই নয়।

আল্লাহ্‌র অংশও নাই, অংশীদারও নাই, রূপান্তরও নাই বা অবতারবাদও নাই। সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট। যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীরামকে, বুদ্ধদেবকে বা যীশু খৃষ্টকে আল্লাহ্‌র অংশ বা অংশীদার মনে করে এবং সেজন্য তাদের আরাধনা করে তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে পড়িয়া আছে।

ফেরেশতাসমূহও যেহেতু সৃষ্ট, স্রষ্টা নয়—কাজেই তাহারাও পূজা পাওয়ার যোগ্য নয়। সৎ ও মহৎ লোকগণ, রাজা মহারাজাগণও যেহেতু সৃষ্ট, যীশু শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণও যেহেতু সৃষ্ট, স্রষ্টা নয়, তাহারাও পূজার যোগ্য নন। পূজার যোগ্য এক আল্লাহ্ অন্য কেউ, অন্য কিছুই নয়।

এক আল্লাহ্ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, আহারদাতা, বিধানদাতা, বিচারকর্তা। এইসব গুণে ও কাজে অন্য কেউই আল্লাহ্‌র শরীক নাই। অবশ্য যাকে যে কাজে তিনি দিয়াছেন নেচার বা ফেরেশতা বা মাতৃস্নেহে সে সেই কাজ করিতেছে। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ, পৃথিবী এবং আকাশে বা পৃথিবীতে যা কিছু দৃশ্য-অদৃশ্য শক্তি বা বস্তু, অগ্নি, বায়ু, পানি, মাটি আছে সবই আল্লাহ্ মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ـ

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি তোমাদের কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন এবং সাতটি আসমান সুদৃঢ়রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন সবই তোমাদেরই কাজের জন্য।

তোমরা কার কাজের জন্য?

facebook/@maktabatuttalamij

মানুষ সৃষ্টির তথ্য ও তত্ত্ব

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

আমি মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাদের জন্য উপাদেয় খাদ্য তৈয়ার করিয়াছি। কেন করিয়াছি? তারা যেন অন্য কাউকে খোদা বলিয়া না ডাকে এক আমাকে ছাড়া, অন্য কারুর দাসত্ব যেন গ্রহণ না করে, একমাত্র আমিই তাদের খোদা, একমাত্র আমাকেই যেন খোদা বলিয়া ডাকে এবং একমাত্র আমারই যেন বন্দেগী করে এবং কর্মক্ষেত্রে ও রাজ্য পরিচালন ক্ষেত্রেও যেন একমাত্র আমার আইন মানিয়া চলে অন্য কারুর মনগড়া মতবাদ বা আইন যেন গ্রহণ না করে।

হাজার হাজার বৎসর পূর্বেও যে আল্লাহ্‌ ছিলেন এখনও সেই একই আল্লাহ্‌ আছেন। হাজার হাজার বৎসর পূর্বেও তিনি তাহার নবীদের দ্বারা উপদেশ দিয়াছেন—মাপে কম দিও না, অত্যাচার, ব্যভিচার করিও না, আল্লাহ্‌র হুকুম, আল্লাহ্‌র আইন মানিয়া চল। إِنَّهُ رَحِيمٌ وَدُودٌ তিনি বড় দয়ালু, বড় দাতা, আর দাতাও তুচ্ছের সঙ্গে দাতা নয় প্রেমের সঙ্গে দাতা। হাজার হাজার বৎসর পূর্বেও মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, রিপু বিদ্যমান ছিল। এই রিপুগুলির থেকে সংযম অভ্যাস করিয়া বাঁচিয়া থাকার জন্য তখনও আল্লাহ্‌ তাহার নবীদের মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন।

খবরদার! নবীর শরীয়ত ধরিয়া চল। খবরদার! রিপুর দাস হইয়া রাজা-বাদশাহর পথ ধরিও না।

facebook/@maktabatuttalamij

সাড়ে তিন হাজার বৎসরের কথা—'বল-আম বাউরা' নামক অতি বড় একজন আলেম আবেদ ছিল কিন্তু সে রিপু দমন করিতে পারে নাই, লোভ, রিপুর বশীভূত হইয়া নবীর শরীয়তের বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছে। স্ত্রীর কুমন্ত্রণায় টাকার মোহে পড়িয়া মূসা (আ.) নবীর বিরুদ্ধে রাজার পক্ষ ধরিয়াছে। আল্লাহ্ তাহাকে তৎক্ষণাৎ দুনিয়াতেই কুত্তার মত করিয়া দিয়াছেন। কুত্তা যেমন জিহ্বা বাহির করিয়া সব সময় হাঁপাইতে থাকে তাহার তদ্রূপ অবস্থা হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আলেম-পীরদিগকে তাহার নবীদের দ্বারা সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আর আখেরাতের আযাব তো আছেই।

আল্লাহ্র পরিচয়

এই দুনিয়াতে কেউ আল্লাহ্র ব্যক্তিত্বকে দেখিতে পারিবে না। একমাত্র হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে মিরাজে এই দুনিয়া থেকে বাহিরে গিয়া তিনি দেখিয়াছেন। হযরত মূসা দেখার জন্য আরজু পেশ করিয়াছেন কিন্তু তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, لَنْ تَرَانِىْ এ দুনিয়াতে তুমি কিছুতেই দেখিতে পারিবে না, অনর্থক আরজু করিও না। কাজ কর এবং আল্লাহ্র গুণাবলীর দ্বারা, কার্যাবলীর দ্বারা আল্লাহ্র পরিচয় মারেফাত হাসিল কর। আল্লাহ্র মারেফাত ও পরিচয় হাসিল করার শুধু এ অর্থ নয় যে, নাম জানিয়া রাখিলাম, শুনিয়া পড়িয়া বুঝিয়া রাখিলাম, না-আল্লাহ্র গুণাবলীতে গুণান্বিত হইতে হইবে। ইহাই আল্লাহ্র পরিচয় লাভের এবং মারেফাত হাসিলের অর্থ।

facebook/@maktabatuttalamij

আয়াতুল কুরছি

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ۔

এই আয়াত কুরআনের সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহ্‌র দশটি গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে।

১, ২। আল্লাহ্—যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ মানুষের উপাসনা, পূজা বা বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

৩। اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ আল্লাহ্ চিরজীবন্ত, অনাদি, অনন্ত।

৪। একমাত্র এক আল্লাহ্‌ই সমস্ত বিশ্ব জগতের ধারক ও বাহক। সমস্ত বিশ্বজগত তাহার নিকট হাতের তালুর মধ্যে যেন একটা সরিষার দানার মত। তিনি যতদিন ইচ্ছা কায়েম রাখিবেন তারপর যখন ইচ্ছা এক টিপ দিয়া সব ধ্বংস করিয়া দিয়া আবার পুনরায় নতুন করিয়া সৃষ্টি করিবেন।

৫। এক মুহূর্তের জন্যও তাহার নিদ্রাও নাই, তন্দ্রাও নাই, তিনি সদা জাগরুক।

৬। আসমান সমূহের মধ্যে এবং পৃথিবীর মধ্যে যত না কিছু আছে, সবই তাহারই স্বত্ব, তাহারই সৃষ্টি, তাহারই করতলগত, সবই তাহারই হুকুমে চলে। একমাত্র মানুষকে কিছু পরিমাণ স্বায়ত্বশাসন, স্বাধীন ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য দিয়াছেন। তাকেও ইচ্ছা করিলে যখন তখন

facebook/@maktabatuttalamij

শায়েস্তা করিতে পারেন, কিন্তু একটি সীমা পর্যন্ত মানুষকে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন। সেই সীমা পার হইয়া গেলে মানুষের হিসাব ও বিচার হইবে। যে শাস্তির উপযুক্ত তাকে দোযখের শাস্তি দেওয়া হইবে আর যে পুরস্কারের উপযুক্ত তাকে বেহেশতে অফুরন্ত নেয়ামতের পুরস্কার দেওয়া হইবে।

৭। আল্লাহ্‌র পরাক্রম এত বেশী যে, কোন মূর্তি বা কোন দেবতাও তাহার শাস্তি হইতে ছাড়াইয়া আনাতো দূরের কথা তাহার বিনা অনুমতিতে সুপারিশ করার সাহসও কাহারও নাই। যীশুরও নাই, শ্রীরামেরও নাই, শ্রীকৃষ্ণেরও নাই। অবশ্য যাহারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ব অস্বীকার করে নাই, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করেন নাই, তাদের যদি অন্যান্য কিছু পাপ থাকে তবে তাদের জন্য নবী, ওলীগণ অনুমতি পাইবেন সুপারিশ করার।

৮। মানুষের জানা-অজানা, দৃশ্য-অদৃশ, ভূত-ভবিষ্যত সবকিছু আল্লাহ্ জানেন, কিন্তু মানুষ যত বড়ই বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, নবী, ওলী হোক না কেন, তাদের জ্ঞান এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ আল্লাহ্ যাহাকে যতটুকু দান করিয়াছেন বা করিবেন।

৯। তাঁর রাজত্ব, সমস্ত আসমান-যমীন বিস্তারিত; সর্বত্র এক তাঁরই রাজত্ব বিদ্যমান।

১০। এত রাজত্ব পরিচালনায়, রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর শরীক নাই। তাঁর এতে বিন্দুমাত্র শ্রান্তি বা ক্লান্তি নাই বরং এর হাজার গুণ আরও বেশী হইলে তার চেয়েও সে বড় এবং বেশী শক্তিশালী।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ
قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

facebook/@maktabatuttalamij

আল্লাহ্ স্বয়ং নিজে সাক্ষ্য দিতেছেন, সমস্ত ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য দিতেছেন এবং সমস্ত আল্লাহ্ বিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানীগণ, নবী, ওলীগণ সাক্ষ্য দিতেছেন; দুইটি কথার সাক্ষ্য-একটি এই যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য যা বন্দেগীর (লায়েক) উপযুক্ত নাই। দ্বিতীয় কথাটি এই যে, তিনি এই দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি পরকালে ন্যায়বিচার কায়েম করিবেনই করিবেন, পরকাল হইবেই হইবে, পরকালের বিচার হইবেই হইবে, নিশ্চয় হইবে।

সমস্ত ইজ্জতের মালিক আল্লাহ্। সমস্ত হুকুমতের মালিক, হায়াত-মওত, রিযিক-দৌলতের মালিক আল্লাহ্, এই সমস্ত জিনিস দুনিয়াতে তিনি কাফের, মুমিন নির্বিচারে যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন তাতে অন্য কাহারও ক্ষমতা বা প্রতিবাদ চলে না।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۢ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ـ

হে মানুষ! তোমাদের উপাস্য কোন দেবতাও নয়, কোন ফেরেশতাও নয়, কোন ওলীও নয়, কোন নবীও নয়, যীশুও নয়, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধমূর্তিও নয়, অন্য কেউই নয়। তোমাদের উপাস্য শুধু একমাত্র আল্লাহ্ যিনি ছয় দিনে সমস্ত আসমান-যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি নিজ হাতে এই সমস্ত পরিচালনা করিতেছেন, যিনি অতি দ্রুতগতিতে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন তিনিই আনয়ন করেন। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সব তাহারই করতলগত তাহারই মুঠের মধ্যে, তাহার আজ্ঞাবহ দাস সকলে। অতএব, হে মানুষগণ! তোমরা জানিয়া রাখিও, সৃষ্টিকর্তাও

facebook/@maktabatuttalamij

যেমন একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ নাই, তেমনই বিধানদাতাও একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ নাই। একমাত্র তিনিই বিধানদাতা, একমাত্র পূজার যোগ্য, বন্দেগীর লায়েক। (সূরা আরাফ)

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতে আল্লাহ্‌র ১৫ (পনের) টি নামের পরিচয় দেয়া হইয়াছে। ব্যক্তিবাচক নাম একটি, গুণবাচক, জামালী ও জালালী নাম ১৪ (চৌদ্দ) টি ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

১। আল্লাহ্ যিনি, একমাত্র এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই উপাস্য নাই।

২। তিনি আলিমুল গায়বি ওয়াশ-শাহাদাতি অর্থাৎ দৃশ্য-অদৃশ্য, গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু একমাত্র তিনিই জানেন।

৩। তিনি দয়ার সাগর, দয়াময়।

৪। তিনি অনন্ত দয়ালু, দাতা। হাদীস শরীফে তাহার দয়ার, দানের কিছু বিশ্লেষণ করা হইয়াছে—

يده ملى لايغيضها نفقة سحاء الليل والنهار منه خلق السموات والارض ۔

facebook/@maktabatuttalamij

আল্লাহ্র ভাণ্ডার অফুরন্ত ভাণ্ডার। আসমান-যমীন পয়দা করেছেন অবধি তিনি পানির স্রোতের মত সবাইকে সবকিছু দান করিতেছেন এবং করিতে থাকিবেন তাতে তার ভাণ্ডারে কিছুমাত্রও কমি আসে নাই এবং আসিবে না।

৫। তিনিই একমাত্র বাদশাহ।

৬। কিন্তু পবিত্র বাদশাহ।

৭। শান্তি দানকারী বাদশাহ।

৮। নিরাপত্তা দানকারী বাদশাহ।

৯। সমস্ত তত্ত্বাবধানকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী বাদশাহ।

১০। সর্বশক্তিমান বাদশাহ।

১১। জোর-জবরদস্তি যার দ্বারা যা ইচ্ছা করাইয়া লইতে পারেন।

১২। সকলের চেয়ে বড় তিনি, সর্বোপরি বাদশাহ তিনি, সমস্ত বাদশাহর বাদশাহ তিনি। কিন্তু অন্য বাদশাহরা যেমন ক্ষমতা পাইয়া জুলুম-অত্যাচার করে তিনি সেরূপ বাদশাহ নন; তিনি পবিত্র বাদশাহ।

১৩। গ্রীক দার্শনিকগণ এবং ভারতীয় হিন্দু দার্শনিকগণ সৃষ্টিকর্তা একজন স্বীকার করিয়াছেন বটে কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতি, উপায়-উপকরণ ও আত্মাকে অসৃষ্ট ধারণ করিয়াছেন, ইহা তাহাদের ভুল—এগুলির সব এক আল্লাহ্র সৃষ্টি। দুই সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে উপায়-উপকরণ ইত্যাদিকে তিনি বিনা উপায়-উপকরণে তাহার খাছ কুদরত كُنْ فَيَكُوْنُ -এর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর যা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সে সব উপায়-উপকরণ এবং আকৃতি-প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। অসৃষ্ট এক আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র গুণাবলী ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৪। তিনিই হাইউলা এবং প্রকৃতির উপায়-উপকরণের সৃষ্টিকর্তা।

১৫। هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ তিনিই আত্মার সৃষ্টিকর্তা।

১৬। তিনি আকৃতির (ছুরতের) সৃষ্টিকর্তা।

facebook/@maktabatuttalamij

আল্লাহ্‌র বাণী-কুরআনের পরিচয়

আল্লাহ্‌র বাণী আল্লাহ্‌ একটি গুণ, কাজেই আল্লাহ্‌র কালাম অসৃষ্ট কিন্তু কালি, কাগজ, মানুষের উচ্চারণ, হরফের, শব্দের নকশাকরণ সৃষ্ট, আসল বাণী অসৃষ্ট।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ-اَللّٰهُ الصَّمَدُ-لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ-وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন এবং আল্লাহ্‌র বাণীবাহক সত্য রাসূল (কৃত্রিম বানাওটি মিথ্যা রাসূল নয়) যে আল্লাহ্‌র পূজা ও বন্দেগীর দিকে মানবজাতিকে আহ্বান করিয়াছেন সে আল্লাহ্‌র নাম আল্লাহ্‌। ক্রাইস্ট বা যীশু বা শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ নয়। তাহার পবিত্র নাম আল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ এক এবং একক। একের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ দুইজন বা তিনজন নয়। যাহারা দুইজন বা তিনজন, "একে তিন তিনে এক" বলিতেছে তাহারা ভুল করিতেছে, তাহারা মুশরিক হইয়া গিয়াছে। এককের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র যেমন অংশীদার নাই তেমনি তাহার অংশও নাই। আল্লাহ্‌ এক, অনাদী-অনন্ত, সমস্ত আয়েব হইতে, সমস্ত অভাব হইতে পবিত্র। তিনি স্ত্রীও নন যাহার স্বামীর দরকার হয়, তিনি পুরুষও নন যাহার স্ত্রীর দরকার হয়, তিনি কাহারও পিতাও নন যাহার অংশ হয় পুত্র। তিনি কাহারও পুত্রও নন যিনি পিতার অংশ এবং অংশীদার, তাঁহার স্ত্রীও নাই স্বামীও নাই বা তিনি কাহারও স্বামীও নন, কাহারও স্ত্রীও নন।

খ্রীস্টান জগৎ সেন্টপল কর্তৃক বিভ্রান্ত হইয়া সমস্ত জগতকে মিথ্যা কথা দিয়া ধোঁকা দিতেছে। তাহারা বলিতেছে, "একে তিন তিনে এক" যীশুকে বলিতেছে খোদার পুত্র, খোদাকে বলিতেছে পিতা, হযরত মরিয়মকে বলিতেছে খোদার স্ত্রী, আবার সর্বশক্তিমান খোদাও বলিতেছে। খোদার জন্য এইগুলি কলঙ্ক এবং আয়েব। তাহলে তো

facebook/@maktabatuttalamij

খোদার এবং মানুষের কোন পার্থক্যই থাকিতেছে না। কাজেই এইসব আয়েব, অভাব এবং দুর্বলতা হইতে খোদা পবিত্র। তিনি নিরভাব, নিষ্কলংক, নিরঞ্জন বরং তিনিই সকলের সকল অভাব পূরণকারী। 'اَللّٰهُ الصَّمَدُ' এর ইহাই অর্থ।

হিন্দুরা বলে শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীরামের মধ্যে আল্লাহ্ ঢুকিয়া আল্লাহ্ ঐরূপ ধারণ করিয়া জগতে আসিয়াছে। এই কথাও মিথ্যা; ইহাও আল্লাহ্‌র জন্য আয়েব। এইরূপ আয়েব হইতেও আল্লাহ্ পবিত্র। ইহাও 'اَللّٰهُ الصَّمَدُ' এর অর্থ।

ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কম জ্ঞানশালী অনেক মুসলমানও অনেক ভুলের মধ্যে পড়িয়া আছে, তাদেরও ভুল সংশোধন করিয়া লওয়া দরকার।

মীলাদ শরীফের মধ্যে সাধারণত বয়ান করা হয় আল্লাহ্‌র নূরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পয়দা, মুহাম্মাদের নূরে সারে জাহান পয়দা। আল্লাহ্‌র নূরে মুহাম্মদ পয়দা এর অর্থ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নূরে, কুদরতের নূরে প্রথম সৃষ্ট হইয়াছেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ অর্থ নয় যে, আল্লাহ্‌র জাতি নূরের এক অংশ কাটিয়া তার দ্বারা মুহাম্মাদকে পয়দা করা হইয়াছে, এই অর্থ ভুল অর্থ। এ অর্থ কেউ মনে করিলে সে মুশরিক হইয়া মহাপাপী হইয়া যাইবে। এইরূপে আউলিয়াগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণ ঢুকিয়াছে উহা কিন্তু আল্লাহ্‌র সৃষ্ট গুণ। কাজেই আউলিয়াগণের নিকটও আরাধনা-প্রার্থনা করা যাইবে না। অবশ্য আউলিয়াগণের প্রতি জীবিত অবস্থায় ও তাহাদের ইন্তেকালের পরেও তাহাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে এবং যথাসাধ্য তাহাদের জীবন-চরিত্র মনে করিয়া তাহাদের জীবন-চরিতের অনুসরণ অনুগমন করিতে হইবে।

তাঁহারা আউলিয়া হইয়াছেন আল্লাহ্‌র যিকির করিয়া, আল্লাহ্‌র মহব্বত পয়দা করিয়া, নফস ও শয়তানের সঙ্গে জিহাদ করিয়া, রাসূলুল্লাহ্‌র আদর্শ সুন্নাত তরীকা অনুসরণ করিয়া, আমাদেরও তদ্রূপই করা উচিত। অনর্থক

facebook/@maktabatuttalamij

তাহাদের কবর, মাজারকে সিজদা করিয়া বা কবর, মাজারকে পূজা করিয়া, মান্নত করিয়া, মেলা মিলাইয়া শিরকের মহাপাপে পাপী হওয়া উচিত নয় ইহা ভয়ানক পাপ।

কবর পূজা

আজকাল অজ্ঞতা বশত অনেক ধর্মজ্ঞান বঞ্চিত শিক্ষিত ভাইকেও পীরের কবর পূজা করিতে দেখা যায় বা পীরের কবরকে সিজদা করিতে দেখা যায় বা يا عبد القادر جيلانى شيئاء الله বলিতে বা খাজা বাবা, আলী বাবা আমাকে একটি সন্তান দান করুন বা আমার মনের মকসুদ পুরা করিয়া দিন বলিতে শোনা যায়। ইহা তাহাদের মারাত্মক ভুল এবং শিরক পাপ। এই পাপকে দুনিয়ার জীবনেই পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া না নিলে মৃত্যুর পর অন্যান্য পাপের মাফের আশা করা যায় কিন্তু শিরক পাপ মাফের আশা করা যায় না। আল্লাহ্ তাহার পবিত্র বাণী কুরআন পাকের মধ্যে পরিষ্কার ঘোষণা দিয়া দিয়াছেন যে, তিনি শিরকের পাপ মাফ করিবেন না।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ -

সুধী পাঠক! চিন্তা করার বিষয়, বিজ্ঞানের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও তাহারা চন্দ্রে যাইতেছেন—কিন্তু মানুষতো অনেক বড় কথা, একটি ইতর প্রাণীর মধ্যে যে জীবনী শক্তি আছে, একটি দূর্বাঘাসের পাতার মধ্যে যে অতি সামান্য একটু জীবনী শক্তি আছে তাও এ যাবৎ তারা সৃষ্টি করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না। মানুষ ইতর প্রাণী নয়, মানুষ বানরের থেকে বা অন্য কোন ইতর প্রাণী হইতে সৃষ্টি হয় নাই। মানুষকে আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁহার নিজ কুদরতের হাতের দ্বারা তাহাকে বিশিষ্ট সম্মান, বিশিষ্ট মর্যাদা, বিশিষ্ট বিচার শক্তি, বিশিষ্ট জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়া যদি তার মধ্যে ধর্ম জ্ঞান

facebook/@maktabatuttalamij

থাকিত তবে একদিকে সে আল্লাহ্‌র পরম নৈকট্য লাভ করিতে পারিত, অপরদিকে সে মানুষের সেবা করিয়া মানুষের মহোপকারী বন্ধু হইতে পারিত। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, বিজ্ঞান অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অনুশীলন না থাকার কারণে মানুষ হিংস্র জন্তুতে পরিণত হইয়া মানুষ মানুষকে বিজ্ঞানের কৌশলে মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করিতেছে। বিজ্ঞানের কৌশলে মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া খাইয়া একদল মানুষ কোটিপতি, পুঁজিপতি হইয়া যাইতেছে, তাদের পাশে আর একদল মানুষ কঙ্কালসার হইয়া যাইতেছে। এ যে শুধু পুঁজিপতিদেরই অবস্থা তাহাই নয় যারা গরীব-দরদীর ভান করিয়া পুঁজিপতিদেরে শেষ করিয়া সাম্যবাদী সাজিয়েছে, তারাও তাই করিতেছে বরং মানুষকে মনুষ্যত্বের স্তর হইতে নামাইয়া পশুত্বের স্তরে নিয়া যাইতেছে। এসব কি জন্য হইতেছে? যেহেতু তারা সত্য ধর্ম পায় নাই, আল্লাহ্‌র ধর্ম পালন করে নাই।

অতএব, বিজ্ঞান চর্চার সহিত ত্রিত্ববাদী ধর্ম নয়—কুরআন-হাদীসের আসল আরবী ভাষায় অনুবাদে নয়, অনুশীলন হওয়া একান্ত দরকার।

আল্লাহ্ ফেরেশতার মাধ্যমে, নবীর মাধ্যমে যে ওহী বা বাণী পাঠাইয়াছে তাহা দুই প্রকার। দুই প্রকারেরই বিষয়বস্তু এই জগতের বা মানব মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। এক প্রকার ওহীর শব্দ ভাষণ এবং ভাব ও বিষয়বস্তু সবই আল্লাহ্‌র এবং তা নামাযে পড়া হয় তাহাকে বলে কুরআন এবং দ্বিতীয় প্রকার ওহীর ভাব এবং বিষয়বস্তু আল্লাহ্‌র কিন্তু ভাষা নবীর, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কুরআনেরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, যাহা নবীর পবিত্র আত্মা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, উহাকে বলে হাদীস অর্থাৎ ওহীয়ে গায়ের মাতলু অর্থাৎ মুখস্থ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, প্রচার করা হয়, শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু নামাযে পড়া হয় না।

কুরআনের পরিচয় সম্পর্কে সূরা ইউনুসের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ্ বলিতেছেন—

facebook/@maktabatuttalamij

وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين ـ

এই কুরআন মুহাম্মাদের বা অন্য কোন মানুষের রচনা নয়। ইহা স্বয়ং আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের রচনা। তিনি এই কুরআন ছাড়াও আরও অনেক কিতাব দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন কিন্তু এই কুরআনই তাহার শেষ বাণী এবং ইহা যাহাকে সত্য বলিবে তাহাই সত্য। ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। কারণ একই আল্লাহ্‌র দুই রকম কথা হইতে পারে না। অবশ্য পূর্ববর্তী কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা হইতে পারে। পরবর্তী কিতাব এই কুরআনই আল্লাহ্‌র সর্বশেষ কিতাব। ইহার কোন একটি কথার মধ্যেও আদৌ কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ ইহা স্বয়ং আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত বাণী এবং স্বয়ং তিনিই ইহার সংরক্ষণের ভার নিয়াছেন। পূর্ববর্তী কিতাবগুলিকে যেরূপ মানুষেরা, রাজনৈতিক নেতারা এবং ধর্মনৈতিক নেতারা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে এই কুরআনকে এই ইহার নিষ্পাপ নবীর বিশ্লেষণ ব্যাখ্যাকে মানুষেরা বিকৃত অর্থাৎ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা পারিবে না, তাহারা নিজেরাই অপমানিত হইবে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ্‌ এই কুরআনের সংরক্ষণের ভার নিয়াছেন। চতুর্দশ পারায় বলিয়াছেন—

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ـ

আমিই পাঠাইয়াছি এই কিতাবকে এবং আমিই সুরক্ষিত রাখিব এই কিতাবকে। এই কিতাবের মধ্যে আদৌ কোন কৃত্রিমতা ঢুকিতে পারে নাই এবং পারিবে না।

facebook/@maktabatuttalamij

স্বয়ং আল্লাহ্ বলিতেছেন—নবী মুহাম্মাদও যদি একটি কথাও কম বেশী করিত তবে তাহাকে আমি টুকরা টুকরা করিয়া হত্যা করিয়া ফেলিতাম। আল্লাহ্ স্বয়ং পঞ্চদশ পারায় আরও বলিয়াছেন—

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا - اِذً لَّاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا -

হে আমার রাসূল মুহাম্মাদ! আমি যে ওহী আপনাকে পাঠাইয়াছি তাহা যে অবিকৃত অবস্থায় আপনি সুরক্ষিত রাখিয়াছেন তাহার প্রমাণ এই যে, কাফেররা আপনাকে বিপথগামী করিতে এবং কিছু কথা (এই কুরআনে) মিশাল দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে আদৌ কোন ত্রুটি করে নাই। সেই শর্তে তাহারা আপনাকে দোস্ত বানাইয়া নিতেও প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু আপনি তাহাদের কথায় ভুলেন নাই, তাহাদের শত্রুতারও পরোয়া করেন নাই। নতুবা আপনি যদি একবিন্দুও তাহাদের কথায় আসিতেন তবে আপনাকে দুনিয়াতেও সবচেয়ে বেশী, বহু গুণে বেশী আযাব দিতাম, কিন্তু আপনি একবিন্দুও তাহাদের কথায়, তাহাদের মিথ্যার সহিত সন্ধি করেন নাই। আমিই আপনাকে খাঁটি পথের উপর, খাঁটি জিনিসের উপর ছাবেত কদম রাখিয়াছি। আমার খাছ সাহায্য ব্যতীত তাদের ষড়যন্ত্র এত প্রবল ছিল যে, আমার খাছ সাহায্য ব্যতীত আপনার পক্ষেও ছাবেত কদম থাকা সম্ভব হইত না, কিন্তু আমি খাছ সাহায্য করিয়া আপনাকে খাঁটি জিনিসের উপর, খাঁটি ওহীর উপর ছাবেত কদম রাখিয়াছি।

সুধী পাঠক! এ পর্যন্ত স্রষ্টার পরিচয়ের কিঞ্চিৎ বর্ণনা স্রষ্টারই বর্ণনার থেকে করিয়াছি। নতুবা আমি সৃষ্ট একজন অতি নগণ্য মানুষ, আমার দ্বারা স্রষ্টার পরিচয়ের কি বর্ণনা হইতে পারে? সসীম সেও ক্ষুদ্র সসীম!

facebook/@maktabatuttalamij

অসীমের কি বর্ণনা দিতে পারে? স্রষ্টার গুণাবলীও অসংখ্য, অপরিমেয়, অসীম ও অসৃষ্ট। সে সম্পর্কেও এক নগণ্য, অতি সীমাবদ্ধ একবিন্দু জ্ঞানও যে পায় নাই তার দ্বারা কতটা পরিচয়ের আশা করিতে পারেন? নিজেরাই প্রথমে অগ্রসর হোন, আমার মুখাপেক্ষী থাকিবেন না। আমিও শুধু এতটুকু বলিয়াই শেষ করিতেছি যে, এ পর্যন্ত অসৃষ্টের অর্থাৎ স্রষ্টা এবং স্রষ্টার অসৃষ্ট গুণাবলীর মধ্যে অতি কিছুর বর্ণনা দিয়াছি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণী কুরআনের কথা বলিয়াছি। অসৃষ্ট আল্লাহ্‌র শক্তি নেচারও অসৃষ্ট কিন্তু যেমন আল্লাহ্‌র কুরআনের হরফগুলি, নক্সাগুলি অসৃষ্টের সংশ্লিষ্ট সৃষ্ট পদার্থ। তদ্রূপই আল্লাহ্‌র অসৃষ্ট সৃজনী শক্তির সৃষ্ট পদার্থ নিচয়ের মধ্যে সৃষ্ট বহু জগতের মধ্যে যেমন সৃষ্টির সেরা সমস্ত আলো ও উত্তাপের কেন্দ্র সূর্য, তদ্রূপ আলোর সৃষ্টির সেরা আধ্যাত্মিক জগতের সৃষ্টির সেরা সর্বপ্রথম সৃষ্টি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর অর্থাৎ আত্মা। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য। এই সূর্য হইতেই সমস্ত নবীগণ এবং ওলীগণ ছিটা ফোটা আলো ও উত্তাপ, মারেফাত ও মহব্বত আহরণ করিয়া নবী বা ওলী হইয়াছেন।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্যই সৃষ্টির সেরা—بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر অর্থাৎ মুহাম্মদ নবী, খোদাতো নন। কিন্তু খোদার পর আর কেউ না; ফেরেশতাও না, কোন নবীও না, কোন ওলীও না আর কেউ তার চেয়ে বড় নাই। তিনিই খোদার চেয়ে ছোট কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড়। তিনি অনাদী নন, কিন্তু অনন্ত।

কুরআনের মধ্যে এবং রাসূলের মধ্যে এই পার্থক্য যে, কুরআন আল্লাহ্‌র অসৃষ্ট গুণ,আর রাসূল আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। কিন্তু দৃশ্য জগতে ঐ অসৃষ্টেরই বিকাশ।

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ -

facebook/@maktabatuttalamij

কুরআন যেহেতু অসৃষ্ট, বিষয়ও অসৃষ্ট, ভাষাও অসৃষ্ট, এই জন্যই কুরআনের ভাষা এবং বিষয় কখনও পুরাতন হইবে না। যেমন স্রষ্টার অন্যান্য গুণাবলীও কখনো দুর্বল বা পুরাতন হইবে না। নিত্য নতুন থাকিবে। তদ্রূপ কুরআনের ভাষায় এবং বিষয়ের সৌন্দর্য, মাধুর্য, গাম্ভীর্য, গভীরতা ও ব্যাপকতা, চির নতুন থাকিবে কখনও পুরাতন হইবে না। কুরআন তো অসৃষ্ট-সৃষ্টির মধ্যেও তো আল্লাহ্র সৃষ্ট পদার্থের মধ্যেও তো এমন সৃষ্টি মওজুদ আছে, যা কখনো পুরাতন হবে না চির নতুন থাকিবে। যেমন বস্তু জগতে সূর্য চির নূতন থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতে রাসূল চির নূতন। তাঁহার আখলাক, শিক্ষা কখনো পুরাতন হবে না।

أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ -

আমাকে কুরআনের এবং হাদীসের এমন ভাষা দান করা হইয়াছে যাহা চিরকাল সর্বব্যাপী থাকিবে, কখনো পুরাতন হবে না।

لا تنقضى عجائبها لا يخلق بكثرة التلاوة -

আমাকে কুরআন এবং হাদীসে এমন ভাষা দেওয়া হইয়াছে যাহা চিরকাল নূতন থাকিবে। বারবার পড়ার কারণে কখনো তাতে পুরাতনত্ব আসিবে না এবং উহার আশ্চর্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা কখনো ফুরাবে না।

যাহারা বলে যে, "চৌদ্দশ' বছর পূর্বের কুরআন-হাদীসের আইন এখন কেমনে চলিতে পারে?' তাহারা কুরআন-হাদীস বুঝে নাই এবং শত্রুদের দ্বারা প্ররোচিত ও প্রবঞ্চিত হইয়াছে। **Inferiority** রোগে রোগগ্রস্ত হইয়াছে।

এখন আমি সৃষ্টি সেরার কিছু পরিচয় আল্লাহ্র বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত করিতে চাই।

facebook/@maktabatuttalamij

রাসূলের পরিচয়

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ

আল্লাহ্‌ স্বয়ং সাক্ষ্য দিতেছেন—হে জগতবাসী মানুষ! তোমরা জানিয়া লও, বুঝিয়া লও, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এবং কি? এবং তোমাদের সাথে তাঁহার সম্পর্ক কি? জানিয়া রাখ, মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন অর্থাৎ তোমাদের কোন পুরুষের সঙ্গেই তাঁহার জন্মের ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক নয় বরং তাঁহার সাথে তোমাদের আধ্যাত্মিক ও চিরস্থায়ী সম্পর্ক। তিনি চিরস্থায়ী আল্লাহ্‌র বাণী বাহক রাসূল এবং তোমাদের খুব সতর্ক হইয়া তাঁহার বাণীসমূহ শ্রবণ, গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা দরকার। কারণ তাহার পরে আল্লাহ্‌র বাণী লইয়া আর কেউ তোমাদের কাছে আসিবে না, তিনিই সর্বশেষ নবী। সুতরাং তিনি যাহা কিছু আল্লাহ্‌র দরবার হইতে নিয়া আসিয়াছেন সবটুকুকে তোমরা খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিবা, একবিন্দুও ছাড়িবা না, এ আশা রাখিবা না যে, তাঁহার পরও অন্য কেউ কোন বাণী আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নিয়া তোমাদের কাছে আসিবে—না, কখনও না, তিনিই শেষ নবী, তাঁহার পর আর কোন নবী আসিবে না, আর কেউ আল্লাহ্‌র কোন বাণী বহন করিয়া আনিবে না। আল্লাহ্‌র যা কিছু বাণী মানব জাতিকে দেওয়ার ইচ্ছা এবং দান করার ছিল সব তিনি এ নবীর উপর শেষ করিয়া দিয়াছেন। ইহার চেয়ে দয়ালু নবীও আর কেউ নাই।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

আল্লাহ্‌ স্বয়ং সাক্ষ্য দিতেছেন, কসম খাইয়া বলিতেছেন, : মি কসম খাইয়া বলিতেছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার

facebook/@maktabatuttalamij

এমন বাণী বাহক রাসূলরূপে তোমাদের কাছে আসিয়াছেন যে—তিনি খোদাও নন, খোদার অংশ বা অংশীদারও নন, ফেরেশতাও নন, বরং তিনি তোমাদেরই একজন, তোমাদেরই মত একজন মানুষ কিন্তু তোমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। তোমরা যেমন সাধারণত শুধু নিজের কষ্টটা বুঝ, নিজের স্বার্থটা, নিজের লাভটা বুঝ অন্যেরটা মোটেই বুঝ না বা কম বুঝ—তিনি তদ্রূপ নন, তিনি সর্বদা, তাঁহার আপাদমস্তক তোমাদের সকলের ব্যথায় ব্যথিত এবং তাঁহার আপাদমস্তক তোমাদের সকলের হিতের জন্য, তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য সদা লালায়িত এবং যাহারা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাহার সব কথা গ্রহণ করিয়া মুমিন হইয়া যাইবে তাহাদের প্রতি হইবেন তিনি অত্যন্ত সদয়, অত্যন্ত মেহেরবান। মুমিনগণের প্রতি তাহার সহৃদয় ও মেহেরবানী দুনিয়াতে এবং আখেরাতে, ইহকালে এবং পরকালে হইবে অপরিসীম বেশী।

স্বয়ং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন—

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে দুনিয়াতে কারো উপর কোনরূপ কঠোরতা, কৃপণতা করার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশে পাঠাই নাই; শুধু এই উদ্দেশে পাঠাইয়াছি যে, আপনি সমস্ত জগদ্বাসী মানুষের প্রতি দয়া বিস্তার করিবেন। সমস্ত জগতের মানুষের জন্য আপনি দয়া ও রহমতের পূর্ণ প্রতীক হইবেন। স্বয়ং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন—

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ـ

facebook/@maktabatuttalamij

আপনার স্বভাব অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের, মহৎ স্বভাব। আমি নিজে আমার দয়া দ্বারা আপনার স্বভাবকে অত্যন্ত কোমল ও মধুর করিয়া গঠন করিয়াছি। আপনার স্বভাবের মধ্যে বিন্দুমাত্রও উগ্রতা, ঔদ্ধত্য বা কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা নাই, আপনি দয়ার সাগর!

আল্লাহ্ স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিতেছেন—হে আমার রাসূল! মানব সমাজকে ভুল বুঝাবুঝি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনি আপনার বিনীত পরিচয় আপনি নিজে মুখে বলিয়াও তাদেরে সান্ত্বনা দেন, আপনি বলুন।

আমি খোদা বা খোদার অংশ অবতার বা অংশীদার পুত্র বা ফেরেশতা, দেবতা নই, আমি তোমাদেরই মত রক্ত মাংসের সৃষ্ট পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে জন্মিত একজন মানুষ। তোমাদের যেমন আহার, নিদ্রা-বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, মানবীয় অভাব-অনটনের, জরা-মরার শিকার হইতে হয়, আমিও তদ্রূপই একজন মানুষ।

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ -

তবে আমার বিশেষত্ব এতটুকু যে, আমাকে আল্লাহ্ নিষ্পাপ মানুষরূপে বাছনি করিয়া নিয়াছেন। আমাকে যিনি বাছনি করিয়া নিয়াছেন তাঁহার বাণী বহন করিয়া, বাণী প্রচার করার জন্য এবং বাণীর আদর্শ ও নমুনা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সর্বশেষ নবী তাহা কুরআনের দ্ব্যর্থহীন পরিষ্কার আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ -

আয়াতের দ্বারা, সহীহ হাদীসের দ্বারা এবং ইজমায়ে সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবয়ে-তাবেয়ীন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যদি কেউ নূতন নবুয়তের দাবী করে বা কেউ কাউকে নবী বলিয়া স্বীকার করে তবে সে এই আয়াতের অস্বীকারকারী বলিয়া কাফের প্রমাণিত হইবে।

facebook/@maktabatuttalamij

বৃটিশ ষড়যন্ত্র করিয়া মুসলমান জাতির ও ইসলাম ধর্মের ক্ষতি করার জন্য পাঞ্জাবের গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নামক এক ব্যক্তিকে নবী দাবী করিতে প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাকে যাহারা নবী বলিয়া মানে তাহারা তাহাদের ঈমান নষ্ট করিয়া কাফের হইয়া গিয়াছে।

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এ কথাও কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ـ

আল্লাহ্ বলিতেছেন—যত রাসূল হইয়াছেন সকলে এক দরজার হন নাই। আমি কাউকে বড় কাউকে তার চেয়ে বড় করিয়াছি। কাউকে কাউকে এত সম্মান দিয়াছি যে সরাসরি আল্লাহ্ তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। যেমন হযরত মূসার সঙ্গে আল্লাহ্ সরাসরি কথা বলিয়াছেন। এইরূপ হযরত মুহাম্মাদের সঙ্গে আল্লাহ্ মিরাজ শরীফে সরাসরি কথা বলিয়াছেন এবং কাউকে আল্লাহ্ সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। সকল সাহাবাদের ইজমা হইয়াছে যে, এই "কাউকের" অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

দ্বিতীয় আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বর্ণনা কুরআনে উদ্ধৃত করিয়াছেন। হযরত ঈসা বলিয়াছেন—

يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ـ

হে বনী ইসরাঈলগণ! তোমরা জানিয়া রাখ যে, আমি আল্লাহ্‌র পুত্র নই, আমি আল্লাহ্‌র দাস এবং আল্লাহ্‌র বাণী বাহক, প্রেরিত পুরুষ,

facebook/@maktabatuttalamij

রাসূল। তিনি আমাকে প্রধানত দুইটি কাজ দিয়া পাঠাইয়াছেন। একটি এই যে, আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করিব এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু কৃত্রিমতা করা হইয়াছে তাহা আমি বাছনি করিয়া সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিব। আমার দুনিয়াতে আসার, আল্লাহ্‌র আমাকে দুনিয়াতে পাঠানোর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, আমার পরে একজন রাসূল আসিবেন, তিনি হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। কেননা তিনি আল্লাহ্‌র মহব্বতে ও মারেফাতে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন। এই জন্যই তাহার নাম হইবে আহমাদ।

সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে, হযরত বলিয়াছেন—আমি ফখরের জন্য বলিতেছি না, তবে আল্লাহ্‌র সত্যকে প্রকাশ করিতে আমি বাধ্য সেই জন্য বলিতেছি যে—

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلَا فَخْرَ اَنَا اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ ـ

আল্লাহ্ আমাকে সমস্ত বনী আদমের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবীগণ, সেই নবীগণের সকলের শ্রেষ্ঠ আমাকে করিয়াছেন।

এ কথা আমি ফখরের জন্য বলিতেছি না, আল্লাহ্‌র সত্য প্রকাশের জন্য বলিতেছি।

রাসূল খোদার, রাসূল মানুষ, পাপী মানুষ নয়—নিষ্পাপ মানুষ কিন্তু খোদা নয়। সূরা কাহাফের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ্ বলিতেছেন—

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ

অর্থাৎ আমি খোদা নই মানুষ। সৃষ্টত্বের মধ্যে তোমাদেরই মত মানুষ, যদিও অন্যান্য গুণের দিক দিয়া আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ নিজে সাক্ষ্য দিয়াছেন—আমার রাসূল আমার কুরআনেরই বিকাশ। আমার রাসূল আমার মত দয়ালু। নির্দয়, নিষ্ঠুর

facebook/@maktabatuttalamij

নয়। আমার রাসূল সমস্ত মানব জাতির ব্যথায় ব্যথিত। তন্মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে তাহাদের হিতের ও মঙ্গলের জন্য তিনি বিশেষভাবে লালায়িত এবং দয়ায় আপ্লুত। এত সব তারিফ নিজেই কুরআনে করা সত্ত্বেও রাসূল যে আল্লাহ্ নন মানুষ, মানুষের সেরা মানুষ, তা আল্লাহ্ নিজেই সূরা জ্বিনের শেষে বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। কুরআনের আরও অনেক জায়গায় বুঝাইয়াছেন কিন্তু আমি মাত্র সূরা জ্বীনের উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি—

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا قُلْ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ
اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسَالَاتِهٖ وَمَنْ
يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا
حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ
عَدَدًا قُلْ اِنْ اَدْرِىْ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْ اَمَدًا
عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ
رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا لِيَعْلَمَ
اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ
شَىْءٍ عَدَدًا ـ

অর্থ ঃ স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁহার শেষ নবীকে শিক্ষা দিতেছেন এবং পরিষ্কার ঘোষণা দিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতেছেন—হে আমার নবী মুহাম্মাদ! ইতিপূর্বে যীশুর উম্মতেরা ভ্রান্ত পথে চলিয়া গিয়াছে। তাদের পাদ্রী-পুরোহিতগণ তাহাদিগকে শিরকবাদী মুশরিক বানাইয়া দিয়াছে,

facebook/@maktabatuttalamij

তাহারা আসল খোদাকে বাদ দিয়া খোদার একত্ববাদের পথ ছাড়িয়া দিয়া ত্রিত্ববাদের পথ অবলম্বন করিয়াছে। যীশুকে তাহারা খোদার বেটা বানাইয়া, খোদা বানাইয়া লইয়াছে। আপনার উম্মতরা যাতে তদ্রূপ না করে তজ্জন্য আপনি পরিষ্কার ঘোষণা দিয়া দিন যে, আমি খোদার বেটাও নই, খোদাও নই।

আমার পূজা ও বন্দেগী করার জন্য আমি মানুষকে ডাকি না, আমি নিজেও আমার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা খোদার একজন পূজক। তাঁর সঙ্গে আমি অন্য কাউকে; আমাকেও নয়, অন্য কাউকেও নয়, আমি পূজার যোগ্য মনে করি না। অন্যান্য মানুষকেও আমি আমার সেই পরওয়ারদিগার এক খোদারই বন্দেগী করিতে ডাকি। তাছাড়া আমি অন্য কাউকে—আমাকেও নয়, যীশুকেও নয়, অন্য কাউকেও নয়; অন্য কাউকে পূজা করার দিকে ডাকি না।

হে আমার শেষ নবী মুহাম্মদ! দ্বিতীয় কথা আপনি পরিষ্কার ঘোষণা করিয়া দিন যে, আমি খোদা নই। তোমাদের অর্থাৎ মানুষের লাভ-লোকসানের মালিক, লোকসান করার, ভাল পথে আনার ক্ষমতা আমার নাই একমাত্র আছে এক আল্লাহ্‌র—ভাল পথ দেখানোর, ক্ষতির পথ বাতানের ক্ষমতা তো আমার আছে কিন্তু কারুর ক্ষতি করার বা কাউকে জোর-জবরদস্তি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে উপকারের পথে, ভাল পথে নিয়া আসার ক্ষমতা আমার নাই।

তৃতীয় কথা—আপনি আরও পরিষ্কার ঘোষণা দিয়া দিন যে, আমাকে আমার খোদার তরফ হইতে যে নির্দেশ এবং দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তার বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম যদি আমি করি, তবে আল্লাহ্‌র গযব এবং আযাব হইবে আমাকে রক্ষা করিতে পারে এমন কেউ নাই এবং আমার একমাত্র তাহার নিকট ছাড়া অন্য কোথাও কাহার কাছেও আশ্রয় স্থান নাই। যাহারা বলে অন্য কেউ মুক্তি বা আশ্রয় দিতে পারিবে যেমন পাদ্রীরা বলে—যীশু মুক্তি বা আশ্রয় দিতে পারিবে বা যীশুকে তাহারা ত্রাণকর্তা

facebook/@maktabatuttalamij

বলে উহা সর্বৈব মিথ্যা কথা। মুক্তিদাতা, ত্রাণকর্তা অন্য কেউ নাই এক আল্লাহ্ ছাড়া। অবশ্য আমার অধিকার এবং আমার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র আমানত বাণী ঠিক ঠিক, অবিকল যেমনটি তেমন পৌঁছাইয়া এবং প্রচার করিয়া দেওয়া এ ছাড়া ত্রাণকর্তা বা মুক্তিদাতা এক খোদা ছাড়া অন্য কেউই নয়, তবে একথাও জানিয়া রাখ যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। যে আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র রাসূলের কথা লঙ্ঘন করিবে তার জন্য জাহান্নামের আগুনের আযাব নির্ধারিত রহিয়াছে চিরকাল। তাহার সেই আযাবের মধ্যে থাকিতে হইবে। তারা আমার সত্য-ঘোষণা এখন বিশ্বাস করুক আর না করুক, মানুক আর না মানুক কিন্তু যখন আখেরাতে স্বচক্ষে দেখিবে সেই আযাবকে—যে আযাবের ওয়াদা দেওয়া হইতেছে তাদের শিরক করার কারণে তখন তারা বুঝিতে পারিবে, জানিবে যে, তাদের কোন সাহায্যকারী নাই, তাদের কোন লোক-লস্কর নাই, যাদেরে তারা সাহায্যকারী বা লোক-লস্কর মনে করিতেছে তারা সে সময় কোনই কাজে আসিবে না।

হে আমার শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! চতুর্থ কথা ইহাও পরিষ্কার ঘোষণা দিয়া দিন যে, তারা হয়ত বলিতে পারে বা ভাবিতে পারে—হাজার বছর অতীত হইয়া গেল আখিরাতের কথা আর আযাবের কথা শুনিতে শুনিতে, কিন্তু কই আখিরাত তো আসিল না? আপনি পরিষ্কার ঘোষণা করিয়া দিন, তাদের কথায় একটুও দমিবেন না, বলিয়া দিন—আমি খোদা নই, আমি জানি না আখিরাত এবং আখিরাতের হিসাব, বিচার ও আযাব কবে আসবে; শীঘ্রই আসিবে? না আমার খোদা এর জন্য অনেক মুদ্দত করিয়া রাখিয়াছেন—এটা জানা খোদার কাজ, আমার কাজ নয়; তবে আমি এতটুকু জানি এবং অটল বিশ্বাস করি যে, খোদার কথা, খোদার ওয়াদা অটল সত্য। আখিরাত এবং আখিরাতের হিসাব, বিচার, আযাব নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু কখন, কতদিন পর এটা এক আলিমুল গায়েব ছাড়া অন্য কাহারও বলার ক্ষমতা নাই। আলিমুল

facebook/@maktabatuttalamij

গায়েব তিনি এক খোদা ছাড়া অন্য কেউই নয়—তিনি তাঁর গায়েবের খবর অন্য কারো কাছে প্রকাশ করেন না।

অবশ্য যাহাদিগকে তিনি নিষ্পাপ রাসূল বাছনি করিয়াছেন তাহাদিগকে যত পরিমাণ ইচ্ছা করিয়া গায়েবের খবর দিয়াছেন, ওহী দিয়াছেন, কুরআন দিয়াছেন, হাদীস দিয়াছেন এ সবই তো গায়েবের খবর কিন্তু যত পরিমাণ গায়েবের খবর দিয়াছেন তাহার সহিত বিন্দুমাত্র মিথ্যার সংমিশ্রণ না হইতে পারে সে জন্য তিনি সবকিছু জানা সত্ত্বেও কত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, যাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য ওহী বহনকারী, সত্য ফেরেশতাকে চিনিতে পারেন সেজন্য ওহী বহনকারী ফেরেশতার চতুর্দিকে পাহারাদার ফেরেশতাদের একদল পাঠাইয়া দিয়াছেন যাতে সত্য অবিমিশ্রিত সত্যরূপে সংরক্ষিত থাকিতে পারে। এই জন্যই কুরআন এবং হাদীস কিয়ামত পর্যন্ত অবিমিশ্রিত সত্যরূপে সংরক্ষিত থাকিতে পারে। এইজন্যই কুরআন এবং হাদীস কিয়ামত পর্যন্ত অবিমিশ্রিত সত্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং থাকিবে। রাসূলের কথার মধ্যে বিন্দু বিসর্গ মিথ্যা বা কল্পনা মিশ্রিত হইতে পারিবে না।

পাদ্রীগণ হযরত ঈসার এই দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই সত্য ধর্মকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত একেবারেই মিথ্যায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই জন্যই আল্লাহ্ কুরআন ও হাদীসের হেফাযতের এত কড়া এন্তেজাম করিয়াছেন। আল্লাহ্ যে এন্তেজাম করিয়াছেন তার বহির্বিকাশ আমরা দুনিয়াতেও দেখিতে পাই। কুরআন এবং হাদীসের সংরক্ষণের জন্য কত কারী, কত হাফেয, কত সাহাবা,কত তাবেয়ীন, কত তাবয়ে-তাবেয়ীন, কত মুজতাহিদীন, কত মুহাদ্দিসীন দুনিয়ার সব ভোগ-বিলাস, রাজ দরবারের আয়েশ-আরাম, পুরস্কার পরিত্যাগ করিয়া, কুল জীবন কুরবান করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই আমরা অন্য কোন মুসলমানই যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে সে কিছুতেই কুরআন হাদীস

facebook/@maktabatuttalamij

facebook/@maktabatuttalamij

হইয়াছে তেমন দায়িত্বও দান করা হইয়াছে। যারা এই দায়িত্ব ও মর্যাদা চিনে না তাদের বলা হয় আল্লাহ্‌র নাফরমান, কাফের বান্দা। আর যারা এই মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে এবং দায়িত্ব পালন করিয়াছে তাদেরে বলা হয় আল্লাহ্‌র ফরমাবরদার, মুমিন বান্দা।

মুমিনের পরিচয়

মুমিন বান্দার কিছু পরিচয়, কিছু আখলাক ও সিফাত কুরআন পাকের দুই তিন জায়গা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا ـ

আল্লাহ্‌র মুমিন নেক বান্দা যাহারা তাহারা (১) দুনিয়াতে অহংকার এবং ঔদ্ধত্য সহকারে জীবন যাপন করে না, তাহারা মানুষকে কষ্ট দেয় না, তাহারা নম্রভাবে জীবন যাপন করে।

(২) অজ্ঞ লোকেরা বা অসভ্য লোকেরা যখন তাহাদিগকে কটু কথা বলে তখন তাহাদের কথার উত্তর দেয় না, তাহারা নীরবে চুপ করিয়া শান্তি বজায় রাখিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসে।

(৩) তাহারা দিনের বেলায় মানুষের ঐরূপ ব্যবহার করে আর রাত্রের বেলায় তাহারা বেহুদা গল্প-গুজব করিয়া সময় নষ্ট করে না। তাহারা বন্দেগীতে আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং আল্লাহকে সিজদা করিয়া রাত কাটায়।

(৪) তাহারা আল্লাহ্‌র গোস্বাকে, আল্লাহ্‌র আযাবকে বড়ই ভয় করে। আল্লাহ্‌র কাছে কাঁদিয়া দোযখের আযাব থেকে বাঁচিবার জন্য বারবার এই বলিয়া দোয়া মাঙ্গিতে থাকে যে—

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

facebook/@maktabatuttalamij

ও ইজমায়ে সাহাবা, তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীনের বিরুদ্ধে কোন ইতিহাস, কোন বিজ্ঞান, কোন দর্শনকে মানিতে প্রস্তুত নয়। কেনান এগুলি মানুষের কল্পনায় রচিত। পক্ষান্তরে কুরআন-হাদীস ও ইজমা আল্লাহ্‌র সুরক্ষিত।

ইজমার পর ইজতিহাদ। যদি সত্য শর্তসহ ইজতিহাদ হয় তবে সে ইজতিহাদও অনেক উচ্চ দরজার জিনিস কিন্তু ইজতিহাদ শর্ত অনুযায়ী সত্য ইজতিহাদ হওয়া চাই অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের এবং ইজমার ভিত্তিকে ঠিক রাখিয়া সেই ভিত্তির উপর ইজতিহাদ হওয়া চাই নতুবা যে ইজতিহাদ আসল বস্তুকেই উড়াইয়া দেয় সে ইজতিহাদ ইজতিহাদ নয়, উহা পরগাছা এবং প্রবৃত্তি পূজা বৈ আর কিছুই নয়।

মানুষের পরিচয়

মানুষের পরিচয় ঃ মানুষ ইতর প্রাণী নয়, ইতর প্রাণীর মধ্যে যেমন শূকর, কুকুর, গরু, গাধার মধ্যে কামরিপু, লোভ-রিপু আছে। যেমন কুকুরের মধ্যে, বিড়ালের মধ্যে লোভ রিপু আছে, শূকরের মধ্যে কামরিপু আছে কিন্তু তারা বুঝে না পরের জিনিস খাওয়া অন্যায়, অন্যের সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করা অন্যায়, মা-ভগ্নির সঙ্গে কামরিপু চরিতার্থ করা অন্যায় এটা তারা বুঝে না এবং প্রবৃত্তিকে চেক দেওয়ার ক্ষমতাও তাদের নাই। কিন্তু মানুষের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি ও প্রবণতা নাই। তার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বুঝবার জন্য এবং অন্যায়ের থেকে (চেক দেওয়ার) বাঁচার জন্য একটি বিবেকও আছে। এই বিবেকের কারণেই মানুষের এত মর্যাদা। আল্লাহ্ বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ.

আমি মানুষকে সবচেয়ে বেশী সম্মান দান করিয়াছি এবং তাদের জন্য উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য পয়দা করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে যেমন মর্যাদা দেওয়া

হে খোদা! দোযখের আযাব বড়ই ভয়ের জিনিস, দোযখের আযাব হইতে আমাদের উদ্ধার কর।

(৫) তাহারা সৎকাজে দান করে, গরীব-দুঃখীকে দান করে, বখিলি করে না, সাখাওয়াতি করে কিন্তু সীমার মধ্যে থাকিয়া, নিজের সামর্থ্য অনুসারে দান করে। একেবারে সবও দিয়া দেয় না, আবার বখিলিও করে না।

(৬) তারা এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী, এক আল্লাহ্‌র গোলামী করে। তাছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করে না, নফসের গোলামী করে না, শয়তানের গোলামী করে না, স্বার্থের গোলামী করে না, অর্থের গোলামী করে না, সম্মানের গোলামী করে না, শাহ্‌ওয়াতের গোলামী করে না, সংস্কারের গোলামী করে না, সরকারের গোলামী করে না, সরদারের গোলামী করে না, মনপূজা করে না, মায়াপূজা করে না, মজা পূজা করে না, কবর পূজা করে না, মাজার পূজা করে না, পীর পূজা করে না, পয়গম্বর পূজা করে না, ফেরেশতা পূজা করে না, দেবতা পূজা করে না, রাজা পূজা করে না, বাদশাহ পূজা করে না, একমাত্র এক আল্লাহ্‌র পূজা করে তাছাড়া অন্য কারুর পূজা করে না।

(৭) তাহারা মানুষ হত্যা করে না, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ মানুষ হত্যা জায়েয করিয়া দিয়াছেন। সে সব ক্ষেত্রে কথা স্বতন্ত্র।

(৮) তাহারা নারীর সতীত্ব হরণ করে না, যিনা করে না। কারণ তাহারা জানে যে এই তিন প্রকারের পাপ, শিরক, মানুষ হত্যা, নারীর সতীত্ব হরণ; যে কেউ করিবে সে চিরকাল জাহান্নামের আযাব ভোগ করিবে।

(৯) অবশ্য যাহারা খাঁটি তাওবা করিবে এবং পরে নেক আমল করিবে তাদেরে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

facebook/@maktabatuttalamij

(১০) তাহারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া তো দূরের কথা, মিথ্যার কাছেও যায় না।

(১১) দুনিয়াতে বেহুদা কাজ অনেক আছে তাহারা যখন বেহুদা কাজের নিকট দিয়া হাঁটিয়া যায় তখন তাহাতে লিপ্ত হয় না। যাহারা লিপ্ত আছে তাহাদের সঙ্গে ঝগড়াও করে না, বরং তাহারা নেহায়েত গাম্ভীর্য সহকারে সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়।

(১২) তাহাদিগকে যখন আল্লাহ্র কিতাব হইতে অথবা আল্লাহ্র সৃষ্ট জগত হইতে উপদেশ তুলিয়া আনিয়া উপদেশ দান করা হয়, নসীহত করা হয়, তখন তাহারা তা চিন্তা করিয়া গ্রহণ করে, অন্ধের মত, বধিরের মত তাহারা উপদেশদাতার প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না।

(১৩) তাহারা শুধু যে নিজেরাই সৎ ও ভাল হইয়াই ক্ষান্ত থাকিতে চায়—তাহা নয়। তাহারা চেষ্টা করে এবং আল্লাহ্র কাছে দোয়া চায় যেন তাহাদের ছেলে-মেয়ে, সন্তান, পরিবার-পরিজন এবং শাগরীদগণ, মুরীদানগণ তারাও নেক এবং মুত্তাকী পরহেজগার হয়।

(১৪) তাহারা যদি কোন দেশের রাজত্ব পায়—

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

তবে সেখানে তাহারা মানুষ পূজা, মূর্তি পূজা মিটাইয়া দিয়া আল্লাহ্র নামায কায়েম করে, মালের যাকাত দান চালু করে, সৎকাজ জারী করে, বদকাজ বন্ধ করে, তাহারা আখেরাতের জীবনের কামিয়াবী ও উন্নতির আশায় নামাযকে খুব ভক্তি সহকারে আদায় করে। তাহারা বেহুদা সময় নষ্ট করে না, তাহারা পবিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে। তাহারা সংযম অভ্যাস করিয়া কামরিপুকে দমন করিয়া রাখে। অবশ্য বিবাহ করে বটে, কিন্তু বিবাহের বাহিরে কখনো বীর্য নষ্ট করে না বা কোন নারীর সতীত্ব

facebook/@maktabatuttalamij

নষ্ট করে না বা কোন বালক-বালিকার সঙ্গে কু-কর্ম করিয়া বা হস্তমৈথুন করিয়া বীর্য নষ্ট করে না। তাহারা কখনো আমানতে খেয়ানত করে না বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না, তাহারা সর্বদা আমানতের হেফাযত করে এবং অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং তাহারা পাঞ্জেগানা নামাযের রীতিমত পাবন্দী করে।

ইসলাম বলে—এক আল্লাহ্র পূজা করতে। তাছাড়া মানুষ কু-প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া যত প্রকার খোদা হক এবং মানুষের হক নষ্ট করে সবই মূর্তিপূজার শামিল। রাজনৈতিক নেতারা, ধর্মীয় নেতাদেরকে হাত করিয়া জনসাধারণকে গোমরাহ করার জন্য এবং জনসাধারণকে শোষণ করার জন্য যত প্রকার ফন্দি আটে সবই এক মূর্তি পূজা। মূর্তি পূজার মধ্যে নেতাদের আইনের অধীন হইতে হয় না, নেতারা শুধু জনসাধারণকে একটা কৃত্রিম আইনের গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া তাহাদেরে শোষণ করিতে চায়। পক্ষান্তরে ইসলাম যেহেতু আল্লাহ্র আইন, কাজেই আল্লাহ্র আইনের বেলায় নেতাগণ এবং মৌলভী, মাওলানা, পীরগণ এবং জনসাধারণ সকলেই সমানভাবে আল্লাহ্র আইন মানিতে বাধ্য। আল্লাহ্র আইনে শাসক শাসিতের পার্থক্য নাই। শাসকেরও আল্লাহ্র আইন মানিতে হইবে, শাসিতেরও আল্লাহ্র আইন মানিতে হইবে, পীর-মাওলানাদেরও আল্লাহ্র আইন মানিতে হইবে।

এই একমাত্র ইসলামের দ্বারা দুনিয়ার শান্তি এবং আখেরাতের মুক্তি লাভ হইতে পারে। তাছাড়া অন্য কোন মতবাদের মধ্যেই দুনিয়ার শান্তিও নাই আর পরকালের মুক্তি তো নাই-ই-নাই।

ইসলামই একমাত্র দুনিয়ার শান্তির এবং পরকালের মুক্তির গ্যারান্টি দিতে পারে তাছাড়া অন্য কেউই পারে না।

নাচিজ-

শামছুল হক

facebook/@maktabatuttalamij

মানুষের পরিচয়

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

facebook/@maktabatuttalamij

আমার অপ্রকাশিত লেখাগুলো যেন মিটে না যায়—তোমাদের কলমে নকল করিয়া রাখিও। আমি যাহা কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, উহার রদ বদল করিও না—উহার একটা শব্দও আল্লাহ্‌র ইশারা না পাইয়া লিখি নাই, কোন কথা ছুটিয়া গেলে জীবনভর চেষ্টা করিয়াও আর পাইবা না।

—মালফুযাতে হযরত ফরিদপুরী (রহ.)

facebook/@maktabatuttalamij

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মানুষের পরিচয়

মানুষ সাধারণ জীব বা ইতর প্রাণী নয় বা বানর ইত্যাদি ইতর প্রাণী হইতে সৃষ্ট নয়। যাহারা বলে যে মানুষ বানর হইতে সৃষ্ট হইয়াছে বা মানুষ প্রথমে অসভ্য ছিল বা মানুষের কোন ধর্ম ছিল না, পরে মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের সংস্কার হইতে মনগড়া ধর্ম বানাইয়া নিয়াছে—এসব মিথ্যা কথা। অবশ্য মূর্তিপূজার ধর্ম—মানুষ আল্লাহ্‌র প্রেরিত সত্য ইসলাম ধর্ম ভুলিয়া গিয়া নিজেরা মনগড়া মতে গড়িয়া নিয়াছে।

মানুষকে আল্লাহ্ খাছ মর্যাদা এবং খাছ সম্মান দান করিয়া নিজের খাছ কুদরতের হাতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীতে নিজের স্থলাভিষিক্ত কায়েম-মকাম খলীফা বানাইবার জন্য আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষকে শুধু তার পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য, যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবার জন্য বা খাটিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমাইয়াছেন—

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ.

আমি আদম সন্তানকে অর্থাৎ মানুষগণকে সবচেয়ে বেশী সম্মান ও মর্যাদা দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

আবার ইরশাদ ফরমান—

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

facebook/@maktabatuttalamij

তাহাদের জন্য উত্তম উপাদেয়, সুস্বাদু, পবিত্র খাদ্য তৈয়ার করিয়াছি।

অন্যত্র ফরমাইয়াছেন—

إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً.

আমি পৃথিবীতে মানুষকে আমার কায়েম-মকাম খলীফা করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।

সমস্ত সৃষ্টির দ্বারা এমনকি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাদের দ্বারা মানুষকে সিজদা করাইয়াছি। অর্থাৎ সবই মানুষের সেবার জন্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি।

خَلَقْنَاهُ بِاَيْدِينَا فَلَمَّا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ.

আমার নিজের খাছ কুদরতের হাতের দ্বারা আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তার সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ সম্পন্ন হইয়া যায় তখন তোমরা সকলে তাহাকে সিজদা করিবে, তার সেবার কাজ স্বীকার করিয়া নিয়া তার সেবার কাজে সকলে আত্মনিয়োগ করিবে।

এইসব আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ মানুষের মর্যাদা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মর্যাদার অর্থই দায়িত্ব। কারণ বিনা দায়িত্ব পালনে কাহারও মর্যাদা হাসিল হয় না। মানুষকে যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে সে দায়িত্ব যদি সে পালন করে তবে সে নিশ্চয়ই মর্যাদা পাইবে আর যদি সে তার বিবেক-বুদ্ধি-শক্তির, ইচ্ছাশক্তির, কর্মশক্তির সদ্ব্যবহার না করে অপব্যবহার করে তবে সর্বনিকৃষ্ট জাহান্নামের কীটে পরিণত হইবে। এ কথাও আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়া দিয়াছেন—

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ.

মানুষকে আমি সর্বোৎকৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু সে যদি তার দায়িত্ব পালন না করে তবে সে সর্বনিকৃষ্ট জাহান্নামের কীটে পরিণত হইবে।

facebook/@maktabatuttalamij

মানুষের ঘাড়ে বহুবিধ দায়িত্বের বোঝা চাপানো হইয়াছে। প্রথম দায়িত্ব মানুষকে সর্বপ্রথম তার আল্লাহ্‌কে চিনিতে হইবে এবং এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব গ্রহণ করিয়া আল্লাহ্‌র বন্দেগী করিতে হইবে। অন্য কাহারও বন্দেগী-আরাধনা উপাসনা বা অন্য কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা সে করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে—তার ক্ষণস্থায়ী জীবনের রুজিও তার নিজেরই কামাই করিতে হইবে। দয়ার নবী ইরশাদ ফরমান—

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ (طبرانى)

হালাল রুজি উপার্জন করার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের রুজিও তার এই দুনিয়া হইতেই উপার্জন করিয়া নিতে হইবে—আবার এই উভয় প্রকার রুজি উপার্জনে পরের হক সে কোন ক্ষেত্রেই নষ্ট করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ বলিয়াছেন—

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

অর্থাৎ মানুষ যদি তার দায়িত্ব পালন না করে, আল্লাহকে না চিনে, আল্লাহকে না মানে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ, রাসূলের আদর্শ অনুসারে সৎ কাজ না করে, সৎ জীবন যাপন না করে, মানুষকে হকের উপর, সত্যের উপর কষ্ট সহ্য করিয়া, ধৈর্য ধারণ করিয়া ছাবেত কদম থাকার জন্য হিতোপদেশ দান করিয়া, হক কথা কহিয়া মানুষের উপকার না করে, তবে মানুষের জীবন নিশ্চয়ই ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ এবং পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

facebook/@maktabatuttalamij

সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম করা ধর্ম নয়-ধর্মের ভান। কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া ধর্মের অনুশাসন পালন করাই প্রকৃত ধর্ম। মানুষকে সৃষ্টি করিয়া দুনিয়াতে পাঠানোর সাথে সাথেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য সভ্যতার এবং ধর্মের বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্র বিধানগুলি সবই একে অন্যের সমর্থক ও পরিপূরক। আল্লাহ্র এক কিতাবের সঙ্গে আর এক কিতাবের আদৌ কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ নাই।

দুষ্ট স্বার্থপর মানুষেরা, রাজনৈতিক নেতারা এবং ধর্মীয় নেতারা একযোগে মিলিয়া আল্লাহ্র পূর্ববর্তী কিতাবগুলিকে বিকৃত এবং ধর্মকে পরিবর্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। সেজন্য আল্লাহ্ সর্বশেষ নবীর কাছে যে সর্বশেষ কিতাব ও ধর্ম পাঠাইয়াছেন ইহাকে যাহাতে কেউ পরিবর্তিত বা বিকৃত না করিতে পারে সেজন্য ইহার সংরক্ষণের ভার নিজেই লইয়াছেন।

কুরআন মজীদে ঘোষণা দিয়াছেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

অর্থাৎ এই ধর্ম (শেষ নবীর শেষ ধর্ম কুরআন এবং হাদীস) আমিই প্রেরণ করিয়াছি, ইহা অন্য কেউ রচনা করে নাই এবং আমিই ইহার হেফাযতের ও সংরক্ষণের ভার নিয়াছি।

তৃতীয় দায়িত্ব মানুষের মিথ্যা ধোঁকার চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া আল্লাহ্র খেলাফতের হক আদায় করা, কুরআন-হাদীসের সত্যিকার শিক্ষা জারী করা এবং সত্যিকার ইনসাফ কায়েম করা। দুর্বলের হক নষ্ট না হইতে দেওয়া, সবলেরা যেন দুর্বলের হক নষ্ট না করিতে পারে, নারীকে বেপর্দায় আনিয়া ভোগের বস্তু না বানাইতে পারে, ইয়াতীম, বিধবা, দরিদ্রদের অন্ন, বস্ত্রের বা অন্যের জুলুমের কষ্ট ভোগ না করিতে হয়, কাহারও সুশিক্ষার, সুচিকিৎসার এবং সদুপায়ে রুজি উপার্জনের পথ বন্ধ না হয়—পুঁজিপতিরা পুঁজিহীনদেরে শোষণ এবং ক্ষমতাশালীরা নিরীহ

facebook/@maktabatuttalamij

আল-আশরাফ প্রকাশণী

পাঠক বন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১-৩৭৮৫৩৩

facebook/@maktabatuttalamij